দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JAN 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

029

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ৬ই মাঘ, ১৩৯২ : ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৬

ঠিক সময়ে পরীক্ষা হোক

তিন বছরে অনার্স ও চার বছরে এমএ পাসের নিশ্চয়তার যে দাবী ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে তা সকল অভিভাবক ও সকল ছাত্রের দাবী। সময়মত শিক্ষা-কোর্স, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ফল প্রকাশ ইত্যাদি সম্পন্ন হলে এবং যথানিয়মে ছাত্রছাত্রীগণ পাস করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা যেমন বজায় থাকে, তেমনি উপকৃত হয় শিক্ষার্থীরা, তাদের অভিভাবকবৃন্দ ও সমাজ।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার দেশের বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষায়তনে শিক্ষাবছর অনেকখানি পিছিয়ে গেছে। অমুক শিক্ষাবছরের পরীক্ষা কোন বছর অনুষ্ঠিত হবে অথবা অমুক সালে অনুষ্ঠিত অনার্স বা মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষার ফল কবে বেরুবে প্রশ্নটি গত এক-দেড় দশক ধরে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার পর ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিত করে বলতে পারে না কবে তারা উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে, কবে ক্লাস শুরু হবে, কবে হল-হোস্টেলে সীট জুটবে, কোর্স শেষ হয়ে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে ক'বছর লাগবে ইত্যাদি কথা। যে পলিটেকনিক শিক্ষা দেশের জন্য এত জরুরী তারও শিক্ষাবছর প্রায় তিন বছর পিছিয়ে আছে। একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক চিঠিতে একজন পলিটেকনিক ছাত্র সক্ষোভে বলেছেন ভর্তির পর তিন বছরেও সেকেন্ড ইয়ারে ওঠা হল না। ৮৪-৮৫ শিক্ষাবছরে যারা ভর্তি হয়েছে, এখনও তাদের ক্লাস শুরুই হয়নি। কোর্স শুরু, পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশে দীর্ঘবিলম্বের ফলে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ও দেশ বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমাদের সমাজের বেশির ভাগ লোক গরিব। তারা তাদের শেষ সম্বলটুকু বেচে ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ যোগান একটি বড় আশা ও একটি রঙীন স্বপ্ন নিয়ে। ছেলেমেয়ে পাস করলে চাকরি পাবে, সংসারের ভাগ্য বদলাবে এবং তারা দেখবেন সুখের মুখ। পরীক্ষাপাশের বিলম্বে শুধু টাকা-পয়সাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের মেধা আর কর্মশক্তিরও বিপুল অপচয় ঘটছে।

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী পর্যায়ে এবং পলিটেকনিকে যে শিক্ষাবর্ষ জট সৃষ্টি হয়েছে, তা ছাড়াবার কার্যকর ব্যবস্থা অবিলম্বে নেয়া একান্ত জরুরী। কোর্স সংক্ষিপ্ত করে এবং বছরে একাধিক শিক্ষাবছরের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠান করে হলেও জটের গোলকধাঁধায় বন্দী শিক্ষাবছরগুলিকে মুক্ত করার কথা বিবেচিত হতে পারে। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদেই এমন একটা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রসমাজ আন্তরিক ও ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট হলে শিক্ষাবছরের সংকট সমাধান করা যাবে বলে আমরা আশা করি।